বাংলা ভাষা উন্নয়নে কোন রাজনীতি চাই না

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা, সর্বোপরি প্রাণের ভাষা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছেই মাতৃভাষা তার মাতৃতুল্য। বাংলা আমাদের গর্ব। এ মাটিতেই আমরা জন্মেছি, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে শিখেছি এক-একটি নতুন বর্ণ, নতুন শব্দ, নতুন বাক্য। আমাদের এক-একটি আনন্দ বেদনার মুহূর্ত ঘিরে আছে এ বাংলা। অনেক ভাঙা-গড়া আর রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে আমাদের এ বাংলাকে আমরা অর্জন করেছি। তাই এ বাংলা নিয়ে আমরা কোন রাজনীতি চাই না, চাই না দলাদলি কিংবা কোনো ধরনের দখলদারিত্ব। বাংলা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো নয়, এটা দেশের সম্পদ, আমাদের কথা বলার অধিকার। এ বাংলা আমাদের-প্রতিটি বাঙালির, বাংলা ভাষাভাষীর এবং সার্বজনীন।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও জনাব মোস্তফা জব্বার কর্তৃক লিখিত 'অবশেষে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশের বাংলা ভারতের দখলে' (কম্পিউটার জগৎ) এবং 'সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা ও ভারতের দখলদারিত্ব...' (কম্পিউটার টুমরো) শীর্ষক বিভিন্ন কলামের প্রতি আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলা'র উন্নয়নে কিছুটা কাজ করতে পারার সুবাদে এবং একজন বাংলাভাষীর তাগিদ থেকেই এ সম্পর্কে কিছু বলাটা আমি আমার দায়িত্ব বলে মনে করছি।

বাংলা ভাষা এবং কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার সহজীকরণ করার লক্ষ্যে আমার গবেষণা দীর্ঘ দিনের। এজন্য প্রায়শই বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার যোগাযোগ ও মত বিনিময় হয়। আর এভাবেই মাইক্রোসফট-এর টাইপোগ্রাফী দপ্তরের দু'একজনের সাথে আমার ব্যক্তিগত সখ্যতা গড়ে ওঠে। জানাশোনা গড়ে ওঠে ইউনিকোড-এর দু'একজন বিশেষজ্ঞের সাথেও। যে কারণে 'ইউনিকোড' এবং 'ওপেন টাইপ' (ফন্ট) প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করার সুযোগও আমার ঘটে। তবে তাত্ত্বিক নিরীখে 'ইউনিকোড' এবং 'ওপেন টাইপ' প্রযুক্তির ব্যাখ্যা দেয়াটা খুব সহজ কাজ নয়। অন্তত পুরো একটা সংখ্যা ম্যাগাজিনের সবকটি পাতায়ও বোধ হয় তার সংকুলান হবে না। যাই হোক, আমি খুব স্বল্প পরিসরেই পাঠকদের এ সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে সচেষ্ট থাকবো। আমার মনে হয় এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলার বিভিন্ন বিতর্কিত প্রসঙ্গের কিছুটা হলেও অবসান হবে।

যান্ত্রিক পর্যায়ে প্রথম বাংলার ব্যবহার শুরু হয় সাধারণ টাইপ রাইটারের মাধ্যমে। অতঃপর ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটারের আবির্ভাব ঘটে এবং কিছু মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাতেও বাংলার প্রসার ঘটে। এরই মধ্যে কম্পিউটারের নানামুখী ব্যবহারের ফলে বিশেষ করে মুদ্রণ খাতে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে কম্পিউটারে বাংলা অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। এসময় কিছু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতায় বাংলাদেশের পটভূমিতে ম্যাকিন্টোশ কম্পিউটারের জন্যে প্রথম বাংলা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে মইনুল ইসলাম-এর নাম আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অতঃপর ম্যাকিন্টোশ ছাড়িয়ে আইবিএম প্রযুক্তির কম্পিউটারেও বাংলার প্রচলন ঘটে।

ইউনিকোড হচ্ছে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত একটি আন্তর্জাতিক 'বর্ণ সংকেতায়ণ ব্যবস্থা' (International Character Encoding Standard)। বিশ্বের প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই ইউনিকোডের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড। ইউনিকোডের কল্যাণেই আজ বিশ্বের প্রতিটি ভাষাকে একই মানদণ্ডে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে। ইউনিকোড বিশ্বের সব ভাষাকেই সমভাবে কম্পিউটারে ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে। এর ফলে কোনো ভাষাই আর কোনোটির চাইতে আলাদা কিছু নয়। ভাষাগত কম্পিউটিং তো বটেই, প্রতিটি ভাষার নিজস্ব তারিখ রীতি, সময় রীতি কিংবা ভাষার একান্ত নিজস্ব রীতিগুলোর প্রয়োগও আজ খুব সহজেই সম্ভব। আর এসবই সম্ভব হয়েছে ইউনিকোডের

কল্যাণেই।

দেভানগরী, বাংলা, গুরুমূখী, গুজরাটি, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু, কানাদা, মালয়ালাম, সিনহালা, থাই, লাও, তিব্বতী, বার্মীজ ও খেমার সহ মোট ১৫টি ভাষা ইউনিকোডে একই শ্রেণীভূক্ত। একই শ্রেণীভূক্ত হবার কারণ হচ্ছে, ইউনিকোডের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এ সবকটি ভাষারই পূর্বপুরুষ হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি (Bramhi Script)। অর্থাৎ, ব্রাহ্মী লিপি থেকেই এসব ভাষার উৎপত্তি। আর ব্রাহ্মী'র উত্তরসূরী হবার কারণে এসব ভাষার গঠনতন্ত্র থেকে শুরু করে প্রয়োগরীতিও প্রায় একই রকম। ইউনিকোডের এ' শ্রেণীবিন্যাসগত রূপরেখাটির কারণে অনেকেই মনে করে থাকেন বাংলা ভারতীয় পরিবারের অংশ হিসেবেই ইউনিকোডে অবস্থান করছে। এটি প্রকৃত অর্থে একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, একই শ্রেণীভূক্ত আর সব ভাষার কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ 'থাই' এবং 'লাও' তো কখনোই ভারতীয় পরিবারের অংশ হতে পারে না। কারণ এ দু'টি ভারতে ব্যবহৃত ভাষা নয়। অথচ, ইউনিকোডে এরাও সে' একই পরিবারেরই অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতপক্ষে ইউনিকোড-এ ভাষার শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষার গঠনগত দিকটিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। কে-কার অন্তর্ভূক্ত হলো- এটা এখানে একেবারেই গৌণ।

তবে এটা ঠিক যে, ইউনিকোড-এ বাংলা বর্ণমালা অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় 'ISCII-1988' স্ট্যান্ডার্ডকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শুধু বাংলাই নয়, দেভানগরী, গুরুমূখী, গুজরাটি, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু, কানাদা এবং মালয়ালাম নামের এ আটটি লিপির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'ISCII-1988' পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, তাতে প্রতিটি লিপির বর্ণমালাই একটি বিশেষ ক্রম অনুযায়ী অবস্থান করছে। যেমনঃ বাংলা 'ক' ধ্বনির অক্ষরটি এতে যে অবস্থানে রয়েছে, বাকী সব কটি লিপির সমধ্বনির অক্ষরটিও এখানে সে একই অবস্থানে রয়েছে। পরবর্তীতে '৯১ সালে 'ISCII-91' নামে 'ISCII' স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যাতে পূর্ববর্তী ভার্সনের কিছুটা পরিবর্তনও সাধিত হয়। তবে এ পরিবর্তন ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড-এর ওপর কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। কিংবা ইউনিকোডও তাদের এ পরিবর্তনকে গ্রহণ করেনি।

বিশ্বের যে কোন ভাষার লিপিকেই ইউনিকোড-এ অর্ন্তভূক্তির ক্ষেত্রে 'ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম'-এর নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী এদের মোট বর্ণ সমূহকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। (ক) মূল লিপি (World Script) এবং (খ) পরিবর্তিত লিপি বা গ্লিফ (Glyph)। যাবতীয় স্বাধীন বর্ণকে (স্বর, বর্ণ, স্বর মাত্রা বা ফলা, ব্যঞ্জন বর্ণ এবং অন্যান্য মৌলিক চিহ্নসমূহ) মূল লিপির অন্তর্ভূক্ত বিবেচনা করা হয়। আর যে সমস্ত বর্ণ ও মাত্রা অন্য বর্ণের সংস্পর্শে বা সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন হয় কিংবা পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত তারা সবাই গ্লিফ হিসেবে বিবেচিত। ইউনিকোড-এর নীতিমালা অনুযায়ী শুধুমাত্র মূল লিপির জন্যেই ইউনিকোড মান বরাদ্দ করা হয়ে থাকে এবং এদের সবারই একটি আলাদা-আলাদা সনাক্তকারী নাম থাকাটাও বাধ্যতামূলক। আর গ্লিফ সমূহের জন্যে শ্রেফ একটি বিশেষ রূপরেখা প্রণিত হয়, কিন্তু কোনো ইউনিকোড মান বরাদ্দ করা হয় না। মূল লিপির ক্ষেত্রে আরো একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়, সেটি হচ্ছে, কোনো একক বর্ণ ও মাত্রার একাধিক অথবা পরিবর্তিত উপস্থিতি কিংবা নামকরণ অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া ইউনিকোডের ভাষায়, ইউনিকোড হচ্ছে একটি সংরক্ষণ (Storage) ব্যবস্থা। অক্ষরের আকার-আকৃতি নিয়ে এর কোনই মাথা-ব্যথা নেই। সুতরাং যে কোন ভাষার লিপিকেই ইউনিকোডে প্রস্তাবণার ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনার দাবীদার। আর ইউনিকোডের এসব নীতিমালার কারণেই আমাদের BSTI কর্তৃক উদ্ভাবিত (!) BSD-1520 কোডিং প্রস্তাবণা (ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম কর্তৃক) ত্রুটিযুক্ত বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ইদানীং পত্রপত্রিকায় প্রায়ই লক্ষ্য করছি বাংলা 'ক্ষ, ৎ এবং ব-ফলা' রাজনীতি। খুবই উত্তম প্রস্তাব। কিছু সমস্যা হচ্ছে, এর বিপরীতে ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের নীতিমালা হচ্ছে, ক্ষ, ৎ এবং ব-ফলা কখনোই বাংলার মৌলিক কিংবা স্বাধীন বর্ণ নয়। সুতরাং এসব বর্ণের অন্তর্ভূক্তি ইউনিকোড নীতিমালার ঘোর স্ব-বিরোধীতা। অর্থাৎ, এসব বর্ণের ইউনিকোড অন্তর্ভূক্তি একমাত্র তখনই সম্ভব, যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি এরা প্রকৃতই এক-একটি মৌলিক অথবা স্বাধীন বর্ণ। আমার মনে হয় এটি খুব সহজ কাজ নয়। এদেরকে স্বাধীন বর্ণ হিসেবে প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে বাংলা ব্যাকরণই সংস্কার করতে হবে সবার আগে এবং সংস্কৃত থেকে যাবতীয় সম্পর্কই ছিন্ন করতে হবে। কারণ, বাংলাকে আমরা একটি স্বাধীন ভাষা হিসেবে দেখলেও এটি আজও সংস্কৃতেরই দাসত্ব করছে। আর সমস্যা হচ্ছে, আমাদের তথাকথিত ভাষা তাত্ত্বিকদের সংস্কৃত প্রীতি এতটাই প্রগাঢ় যে সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আর তাদের হৃদপিন্ড ছিড়ে ফেলা একই রকম যন্ত্রণার। এখন পাঠক আপনারাই বলুন, আমরা একদিকে ক্ষ, ৎ এবং ব-ফলাকে বাংলার এক-একটি স্বাধীন হরফ হিসেবে দাবী করছি, আবার অন্যদিকে (ব্যাকরণে) বলছি এরা অন্য বর্ণ বা বর্ণ বিশেষেরই বিশেষায়িত রূপ- এটি হাস্যকর নয় কী!

বাংলায় মাত্রার ব্যবহার সত্যিকার অর্থেই বাংলা লিপির সব চাইতে বিস্ময়কর দিক। স্বর বর্ণটি মাত্রায় পরিবর্তিত হবার স্যাথে সাথে তার অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমনঃ 'আ, ই, উ, ও' ইত্যাদি বর্ণ মাত্রায় পরিবর্তিত হয় যথাক্রমে া, ি, ু, ো হিসেবে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে 'ী'-টি যেমন ব্যাঞ্জন বর্ণের ডানে বসে, অন্যরা কিন্তু এ' নিয়ম মেনে চলে না। কোনটি ডানে, কোনটি বাঁয়ে, কোনটি ওপরে, কোনটি নিচে, আবার কোন-কোনটি একই সঙ্গে ডানে-বাঁয়ে অর্থাৎ উভয় পাশেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা মাত্রার এ বিশৃংখল অবস্থানের কারণে বাংলা বর্ণের ক্রম-বিণ্যাস (sorting) সত্যিকার অর্থেই কল্পনাতীত কঠিন কাজ। যে কারণে, বিশেষকরে কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগরীতিকে সুশৃংখল করার প্রয়োজনীয়তা কোনভাবেই বোধ হয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিছুটা হতাশ হয়েই বলতে হচ্ছে, যে কাজটি আমাদেরই করা উচিত ছিল, আমাদের ভাষা-তাত্ত্বিকদের দায়িত্ব ছিল- আমাদের যার পর নাই ব্যর্থতায় সে কাজটি করতে হলো 'ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম' -এর মতো একটি অবাঙালি প্রতিষ্ঠানকেই।

ইউনিকোড তাত্ত্বিকদের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বাংলার যাবতীয় মাত্রাকেই যদি ব্যাঞ্জন বর্ণের ডানে এবং 'ো'-'ৌ'-এর মতো জোড় মাত্রাকেও যদি একমাত্রা হিসেবে এবং ডানেই প্রয়োগ করা হয় তবে বাংলা মাত্রার সব রকমের জটিলতাই এড়ানো সম্ভব। ব্যাকরণগত বিচারেও মাত্রার ডানমূখী প্রয়োগকে বোধ হয় খুব একটা অস্বাভাবিক বলা যাবে না। কারণ, আমরা যখনই কোন শব্দ উচ্চারণ বা বানান করে থাকি তখন প্রতিটি স্বরধ্বনিই উচ্চারিত হয় ব্যাঞ্জন-ধ্বনির ডানে। বাংলা ব্যাকরণের নিয়মও তাই বলে। উদাহরণ হিসেবে 'বাঙালি' শব্দটিকেই যদি ব্যাকরণের নিয়মে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে 'ব' এবং 'ঙ' এর পর যথাক্রমে 'আ' ধ্বনিটি উচ্চারিত হচ্ছে, তেমনি একটি 'ই' ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে 'ল' ধ্বনির পরে। অর্থাৎ, বাঙালী= 'ব+আ+ঙ+আ+ল+ই'। তাহলে উচ্চারণের নিয়ম মেনেই যদি স্বরধ্বনিগুলোকে লিখবার ক্ষেত্রেও ব্যাঞ্জন বর্ণের (ধ্বনির) ডানেই প্রয়োগ করা হয় তবে প্রক্রিয়াটিকে অস্বাভাবিক বলবার কোনই সঙ্গত কারণ দেখি না। আর এ ব্যবস্থাটির ফলে ভাষার রূপরেখাটিও অনেকটা সরলতা পায়। কম্পিউটারে বাংলা ডাটাবেজ সর্টিং-এর চেষ্টা যারা করেছেন আমার মনে হয় বাংলা মাত্রার বিশৃঙ্খলতা সম্পর্কে তাদের আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। অথচ, এসব মাত্রা যদি মূল বর্ণের ডানে অবস্থান করে তবে সব সমস্যারই যবনিকা ঘটে। যা হোক, আমি ব্যক্তিগত অভিমত থেকেই বলব, বাংলা মাত্রা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিকোডের সংস্কারটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, আমাদের যাবতীয় মাত্রা-ই যদি মূল বর্ণের ডানে অবস্থান করে তবে আমরা এদেরকে প্রয়োগ ভেদে যথাস্থানে দেখবো কীভাবে ? তাছাড়া ইউনিকোডে আমাদের কোন সংযুক্ত অক্ষরও অন্তর্ভূক্ত নয়, সে সবের প্রয়োগই বা হবে কিভাবে ? এক কথায় এ সব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, ওপেন টাইপ প্রযুক্তি। মাত্রার প্রয়োগ থেকে শুরু করে আমাদের যাবতীয় সংযুক্ত অক্ষর তৈরিতেও প্রধান ভূমিকা এ ওপেন টাইপ প্রযুক্তির। উদাহরণ হিসেবে 'ক্ষ'-এর কথাই ধরা যাক; বাংলা ব্যাকরণের ভাষায় 'ক্ষ' হচ্ছে 'ক', হসন্ত বা হলন্ত এবং 'ষ'-এর মিলিত (ক্ষ=ক+্+ষ) ও পরিবর্তিত রূপ। অন্যদিকে 'ৎ' হচ্ছে 'ত'-এরই 'অ' অনুচ্চরিত রূপ। ইউনিকোডেও ব্যাকরণের এ নীতিটিকেই অনুসরণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী 'ৎ'-এর জন্যে 'ত'-এর পর হসন্ত (ৎ=ত+্) ব্যবহৃতহবে। অর্থাৎ, 'ত'-এর পর হসন্ত ব্যবহৃত হলেই সেটি 'ৎ' হিসেবে পরিবর্তিত হবে। আবার 'ৎ' (ত্)-এর পর অন্য কোন ব্যাঞ্জন বর্ণ ব্যবহৃত হলে (যেমনঃ উত্তর = উ+'ত+্+ত'+র=উ+'ৎ+ত'+ র) সেটি পূণরায় 'ত' হিসেবেই পরিবর্তিত হবে এবং পরবর্তী ব্যাঞ্জন বর্ণের সংস্পর্শে পরিবর্তিত বা সংযুক্ত রূপ গঠন করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এমন একটি শব্দ যদি আমাদের লিখবার প্রয়োজন হয় যেখানে 'ৎ'-এর পর এমন একটি ব্যাঞ্জন বর্ণের ব্যবহার রয়েছে যেটি পূর্ববর্তী বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টির সংস্পর্শে সংযুক্তি গঠন করে না, যেমনঃ উৎপল। 'উৎপল' শব্দটিকে ইউনিকোডের নিয়মে ওপেন টাইপ প্রযুক্তি প্রয়োগ করবে এভাবে- উৎপল ঃ উ+'ত+্+প'+ল = উ +'ৎ+প'+ল = উত্পল। আর এ সমস্যা সমাধান কল্পেই ইউনিকোডে বাংলার মতো ভাষা (লিপি) সমূহের জন্যে দুটো অতিরিক্ত সংকেত মান (code point) রয়েছে। যা Zero Width Joiner (ZWJ) এবং Zero Width Non-Joiner (ZWNJ) নামে পরিচিত। সুতরাং, 'উৎপল' লিখতে 'ৎ'-এর পর যদি একটি ZWJ ব্যবহৃত হয় তবে সেটি 'উৎপল' হিসেবেই অপরিবর্তিত থাকবে। ঠিক তেমনিভাবেই আমাদের ব-ফলা,'। (দাঁড়ি)' ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইউনিকোডের রয়েছে নিজস্ব গঠনতন্ত্র। তবে আমি ব্যক্তিগত অভিমত থেকেই বলবো, বাংলা'। (দাঁড়ি)-টিকে যদি আলাদাভাবে বাংলা ক্যারেক্টার সেটে স্থান দেয়া হতো তবে অনেক ভালো হতো।

শ্রদ্ধেয় জব্বার সাহেব কম্পিউটার টুমরো'য় তার লেখার শুরুতেই সিয়েরা লিওনে বাংলা'র রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন- এটি নিঃসন্দেহে বাংলা'র প্রতি তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে তিনি 'বিজয়'-এর একজন পরিবেশক নিয়োগের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। আমার ছোট্ট মস্তিস্কে এটি বোধগম্য নয় যে সিয়েরা লিওনে বাংলা'র রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে 'বিজয়'-এর পরিবেশক নিয়োগের সম্পর্ক কতখানি। যাই হোক, পাঠক

হয়তো বুঝবেন।

বেশ বড়সড় কলামটিতে তিনি উইন্ডোজে বাংলা অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে ভারতের দখলদারিত্বের সংশয় ব্যক্ত করেছেন। এটাতো আনন্দের বিষয়, সংশয়ের বিষয় কোন মতেই নয়। ভারতীয় বাংলার পাশাপাশি আমাদের উচিত বাংলাদেশী বাংলার জন্যেও কিছু করা। অন্তত চেষ্টাটুকু তো করা যেতে পারে। আমার মনে হয় উইন্ডোজের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস সম্পর্কে তার এতটুকু ধারণা থাকলেও এমন অবিবেচক মন্তব্য করতে পারতেন না তিনি। কারণ, উইন্ডোজ সব সময় ভাষাকে বিবেচনা করে দেশ ভিত্তিক, একটা একক ভাষা হিসেবে নয়। ইংরেজি ভাষার কথাই ধরা যাক; পৃথিবীর অনেক ক'টি দেশের মাতৃভাষাই ইংরেজি। অথচ উইন্ডোজের কাছে সেটি কোন একক ভাষা নয় বরং দেশ ভেদে উইন্ডোজ একে আলাদা-আলাদা ভাষা হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে, যেমনঃ লন্ডনের ইংরেজি (UK-English), আমেরিকান ইংরেজি (US-English) ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকান Color শব্দটির কথাই ধরা যাক। ইংল্যান্ডের রীতিতে এটি পরিবর্তিত হয়ে যায় Colour বানানে। অথচ, দুটো শব্দকেই উইন্ডোজ আলাদা ভাষীক রীতিতে সনাক্ত করতে সক্ষম।

উইন্ডোজের ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই (মূল) ভাষাটির জন্যে একটি প্রধান সংকেত মান এবং দেশ-ভিত্তিক একটি একক মান ব্যবহার করে থাকে। সে হিসেবে বাংলা'র প্রধান সংকেত মান x45. ভারতীয় বাংলা'র উপ-সংকেত মান x1 বা পূর্ণ মান 0445 এবং বাংলাদেশী বাংলা'র উপ-সংকেত মান x2 বা পূর্ণ-মান 0845। আমরা যখন কোন একটি বর্নও টাইপ করি উইন্ডোজ বর্ণটির পেছনে সংশ্লিষ্ট ভাষাটির একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাগ রেখে দেয়। পরবর্তীতে এ ট্যাগ দেখেই সে বর্ণটিকে আলাদা ভাষা হিসেবে সনাক্ত করে, যা স্পেল চেকার ও গ্রামার চেকারের মতো ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সুতরাং ভারতীয় বাংলা বাংলাদেশী ভাষীক রীতিতে এতটুকুও প্রভাব ফেলার কোনই কারণ নেই। যে কারণে এতে সংশয় প্রকাশেরও কোন অবকাশ দেখি না। আর কীবোর্ড লেআউটের ক্ষেত্রেও বোধ হয় নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি ভাষার সাথেই সম্পর্কিত।

তবে কীবোর্ড লেআউট সম্পর্কে একটা কথা না বললেই নয়। লেখার শুরুতেই বলছি, ইউনিকোডের নীতিমালা অনুযায়ী আমাদের যাবতীয় মাত্রা মূল বর্ণের ডানে এমন কী 'ো', 'ৌ'-এর মতো (জোড়) মাত্রাও এক-মাত্রা হিসেবে এবং মূল বর্ণের ডানেই থাকবে। অথচ আমাদের দেশের প্রচলিত বিজয়, মুনীর, জাতীয় ইত্যাদি কোন লেআউটই উক্ত নীতিমালায় তৈরি নয়। সুতরাং এসব লেআউট মাইক্রোসফট-এর কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য কিংবা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা হয়তো সময়ই বলবে। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, মাইক্রোসফট বাংলা কীবোর্ড-টির দিকে তাকালে দেখা যাবে এতে 'ো', 'ৌ'-এর মতো মাত্রা এক-মাত্রা হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে ইউনিকোড নীতিমালারই প্রতিফলন। যাই হোক, সব শেষে আমি বাংলা সম্পর্কিত আমার একটি বিব্রতকর অভিজ্ঞতার কথা বলেই আজকের মতো ইতি টানবো।

গত বছর মার্চ-এপ্রিলের দিকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'মাইক্রোসফট কর্পোরেশন'-এর টাইপোগ্রাফী দপ্তরের সাথে তাদেরই জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম 'উইন্ডোজ'-এ বাংলা অন্তর্ভূক্তির বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে আমি আমার সর্বোচ্চ মেধা ব্যবহারে 'ফাল্গুনী' নামে একটি বাংলা ইউনিকোড (ওপেন টাইপ) ফন্ট গঠন করি এবং গুণাগুণ পরীক্ষণের জন্যে নমুনা পাঠাই মাইক্রোসফটের টাইপোগ্রাফী দপ্তরে। আমার নমুনা দেখে কয়েকজন হৈ চৈ শুরু করেন এই মর্মে যে, এ ফন্টে ব্যবহৃত অক্ষরগুলো তাদের স্বত্ব (প্যাটেন্ট)। আমি হতচকিত হই এবং প্রথমে একে কিছুটা রসিকতা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই আমার ভুল ভেঙে যায়। এটা রসিকতা তো বটেই, নির্মম রসিকতা-অপমান, লজ্জা!

ইংল্যান্ডে 'লাইনো টাইপ' (Lino Type) নামে একটি কোম্পানি রয়েছে যারা লাইনো টাইপ নামে এক ধরনের মুদ্রণ যন্ত্রের প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী। মুদ্রণ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্ভবত কোম্পানিটি সম্পর্কে অবগত। প্রমানাদী সাপেক্ষে দেখা গেল, এই 'লাইনো টাইপ'ই আমাদের যাবতীয় অক্ষরের আকৃতির আইনগত স্বত্বাধিকারী। আমাদের ভাষা তাত্ত্বিকরা বাংলা-বাংলা বলে গলায় রক্ত তুলে ফেলছেন অথচ সে বাংলা হরফ যে আজ ব্যক্তি বিশেষের আইনগত সম্পত্তি সে খবর রাখেন তাঁরা! হায় বাংলা! সালাম, জব্বার, বরকত বুকের তাজা রক্ত ঢেলে যে বর্নমালা আমাদের উপহার দিয়েছে সেটিও আজ আমাদের হাত ছাড়া। আর একজন বাঙালি হয়ে সেটা দেখতে হলো আমাকেই!

একটু গভীরভাবে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এর ফলে, আমাদের বাংলা লিপি এবং এর উন্নয়নে আমরা প্রযুক্তিগত কিংবা যে কোন ভাবে যা কিছুই করি না কেন সেটা হচ্ছে অ-আইনানুগ, সোজা কথায় অবৈধ। একজন বাঙালি হয়ে এত বড় অপমান কীভাবে সইবো আমি জানি না। এটাতো শুধু আমার একার অপমান নয়। অপমান পুরো বাঙালি জাতির, বাংলা ভাষীর, কোটি বাংলাদেশীর। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্রভাষা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও বাংলা মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ভারতের তো বটেই, এদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষও কথা বলে বাংলায়,

হাসে-কাঁদে বাংলায়, চিঠি লেখে বাংলায়। একজন বাঙালি হয়ে আর কতকাল এমন তিক্ত-অপমানিত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাংলার দামাল ছেলেরা যে রক্তাক্ত ফাল্গুন আমাদের উপহার দিয়েছে- বাংলার এতটুকু অবমূল্যায়ণ কী পুরো বাঙালি জাতিরই অপমান নয় ?

প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা ফুল নিয়ে মেতে উঠি। রাস্তায় অলি-গলি মুখরিত হয়ে ওঠে একুশের গানে। বাংলা আমাদের গৌরব। সারা বিশ্ববাসী মাথা নুয়ে শ্রদ্ধা জানায় বাংলাকে। সে বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা। ছোট বেলায় শুনেছি, মা আর মাতৃভাষা নাকি সমান সম্মানের অধিকারী। তবে আমার তিক্ত, লজ্জাস্কর অভিজ্ঞতাই কি তার প্রমাণ ? এটাই কি তবে সালাম-বরকতের রক্তের প্রতিদান ? প্রিয় বাংলার জন্যে আমাদের কী কিছুই করবার নেই ? নেই কোন দায়িত্ববোধ ? স্বাধীনতার এতটা বছর পর, একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের মাতৃভাষা হয়েও বাংলাকে আর কতকাল শহীদ মিনারের পাদদেশেই মাথাকুঁড়ে মরতে হবে- এ প্রশ্ন আমার এদেশের চৌদ্দ কোটি বাংলা ভাষীর কাছেই রইলো।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

সামছুদ্দোহা রনজু

ডেভেলপার আল্পনা